



না—এই বচিরগুলোর ভিন্ন ভিন্ন দিককে লক্ষ্য করে। তা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শুরু হওয়া তদন্তমূলক বচিরই হোক, অথবা শগিগরি-আসন্ন রববারের আইনে শুরু হতে যাওয়া কার্যকরী বচিরই হোক—উভয় বচিরই স্বভাবে কর্মবিকাশশীল। ঈশ্বরের প্রতদিনমূলক বা কার্যকরী বচির রববারের আইন থেকে শুরু হয় এবং ক্রমে তীব্রতর হতে হতে শেষে পর্যন্ত মানবজাতির পরীক্ষাকালরে সমাপ্তি ও শেষে সাতটি পিলগে গিয়ে পৌঁছায়।

দানযিলেরে পঞ্চম অধ্যায় ঈশ্বরের কার্যনির্বাহী বচিরকে চিত্রিত করতে "ঘণ্টা" শব্দটি ব্যবহার করেছে, যা বলেসাজারের মৃত্যু এবং তিনি যে জাতির উপর শাসন করতেন তার সমাপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সেই একই সময়ে একজন মানুষের হাতের আঙুলগুলি বিরেণ্ডি এল, এবং রাজার প্রাসাদরে দেয়ালের প্লাস্টারের ওপর, দীপাধারের ঠিক বিপরীতে, লখিল; আর রাজা লখিতে থাকা হাতের অংশটি দেখলেন। দানযিলে ৫:৫।

কার্যকর বচির রববারের আইন থেকেই শুরু হয়, যা নবুখাদনজোরের সোনার মূর্তির উৎসর্গ দ্বারাও প্রতীকায়িত হয়েছে; তবে সেই 'ঘণ্টা' মূলত রববারের আইনে সৃষ্ট সংকটে ঈশ্বরের লোকদের মুক্তিসম্পর্কিত। টাইরের বশেষার, এবং যুক্তরাষ্ট্রের, কার্যকর বচিরও রববারের আইনই শুরু হয়; সটেই দানযিলেরে পুস্তকে বচিরের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত সেই 'ঘণ্টা'।

আর আমি স্বর্গ থেকে আরকেটা কিণ্ঠস্বর শুনলাম, বলছে, হে আমার লোকেরো, তোমরা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো, যাতে তোমরা তার পাপেরে অংশীদার না হও এবং তার বিপদসমূহেরে কোনো অংশ গ্রহণ না কর। কারণ তার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অনুযায়সমূহ সমরণ করছেন। যমেন সে তোমাদেরে প্রতদিন দিচ্ছে, তোমরাও তমেনই তাকে প্রতদিন দাও; তার কাজ অনুযায়ী তাকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ দাও; যে পয়লা সে পূরণ করেছে, সেই পয়লাতই তাকে দ্বিগুণ ঢলে দাও। সে যতটা নিজেকে মহিমাবতি করেছে এবং বলিসতিয় বাস করেছে, ততটাই তাকে যন্ত্রণা ও শোক দাও; কারণ সে মনে বলে, আমি রাণীর আসনে বসেছি, আমি বিধবা নই, এবং আমি কোনো শোক দেখব না। তাই এক দিনেরে মধ্যেই তার ওপর আসবে তার বিপদসমূহ—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ; এবং সে সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে যাবে; কারণ যনি তাকে বচির করেন সেই প্রভু ঈশ্বর শক্তমিন। আর পৃথিবীর রাজারা, যারা তার সঙ্গে ব্য়ভচার করেছে এবং তার সঙ্গে বলিসে বাস করেছে, তারা যখন তার জ্বলনেরে ধোঁয়া দেখবে, তখন তারা তার জন্ম করন্দন ও বলিপ করবে, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে, হায়, হায়, সেই মহান নগর বাবলিন, সেই পরাক্রান্ত নগর! কেননা এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বচির এসে গেছে। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪-১০।

যুক্তরাষ্ট্রেরে রববারের আইন, যা কার্যনির্বাহী বচিরেরে সূচনা এবং যা ধাপে ধাপে অগ্রসরমানও বটে, সেই "ঘণ্টা"য় শুরু হয় যখন বাবলি এখনও থাকা ঈশ্বরের সন্তানদেরকে পতাকার মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করা হয়। এটাই সেই "ঘণ্টা" যখন "সেই মহাশহর, বাবলি"-এর ওপর বচির আসে। তার বচির, যা "ঘণ্টা" শব্দ দ্বারা নির্দেশিত, সেই সময়কালকে আচ্ছাদিত করে যখন ঈশ্বরেরে অন্য ভেড়ার পালকে বাবলি থেকে ডেকে বের করা হয়।

সেই দিনে ইশাইয়ের মূল থাকবে, যে জাতদেরে জন্ম এক পতাকা হিসাবে দাঁড়াবে; তার প্রতী অজাতীয়রা সন্ধান করবে, এবং তার বশিরামস্থান মহিমাময় হবে। আর সেই দিনে এমন হবে যে, প্রভু আবার দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়াবেন, তাঁর জাতির যে অবশিষ্টাংশ থাকবে, তাদেরে ফরিয়ে আনতে, আশুর, মশির, পাথরোস, কূশ, ইলাম, শনিার, হামাথ এবং সমুদ্রেরে

দ্বীপসমূহ থেকে। আর তনিজাতদিরে জন্য এক পতাকা উত্তোলন করবনে, ইস্রায়লেরে বতিাড়তিদরে সমবতে করবনে, এবং যহিদার ছনিনভনিনদরে পৃথবীর চার প্ৰান্ত থেকে একত্ৰ করবনে। ইশাইয়া ১১:১০-১২।

প্ৰভু ১৮৪৪ সালে প্ৰথম স্বব্ৰগদূতরে আন্দোলনে মানুষকে বাবলিন থেকে ডেকে বেরে করছেলিনে, এবং সেই ইতহিসরে দ্বিতীয় স্বব্ৰগদূতরে বার্তাটি শেষে কালে পুনরাবৃত্ত হব, যখন "প্ৰভু তাঁর জাতরি অবশষ্টিাংশকে উদ্ধার করতে দ্বিতীয়বার আবার তাঁর হাত বাড়াবনে।" যবে জনগণরে অবশষ্টিাংশকে তনি "আবার" ডেকে বেরে করছনে, তারা "পতাকা" নয়; কারণ "পতাকা" হল "ইশাইয়েরে মূল", যনি "পতাকা"রূপে দাঁড়িয়ে আছনে, যাঁকে "অজাতরি খোঁজে"। দ্বিতীয়বারেরে মতো, প্ৰভু জাতসিমূহকে বাবলিন থেকে ডেকে বেরে করবনে।

তনিতি করবনে প্ৰথমে 'ইস্রায়লেরে বতিাড়তিদরে', যারা 'যহিদার বক্শিতরা' এবং যারা 'পৃথবীর চার প্ৰান্ত থেকে' আসে, সমবতে করে, যখন 'প্ৰকাশতি বাক্য' গ্ৰন্থরে ১১ অধ্যায়ে বরণতি, ইহজেকয়িলেরে মৃত ও শুকনো হাড়রে উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলা সেই রাস্তায় সাড়ে তনি দনি মৃত অবস্থায় পড়ে থাকার শেষে তাদরে একত্ৰ করা হব।

"বাবলি"—সে "মহা নগরী"র জন্য যবে "ঘণ্টা"তে কার্যনরিবাহী বচার শুরু হয়, সটেই প্ৰকাশতি বাক্যরে একাদশ অধ্যায়ে "মহাভূমকিম্প"-এর সেই একই "ঘণ্টা"। ঐ "ঘণ্টা"তেই ঈশ্বরেরে কার্যনরিবাহী বচার শুরু হয়, কারণ প্ৰকাশতি বাক্যরে একাদশ অধ্যায়ে ভূমকিম্পরে "ঘণ্টা"তে সাত হাজার লোক নহিত হয়। সে সাত হাজারকে নবেখদনেজেরে "অত্মন্ত পরাক্ৰমশালী পুরুষরে" দ্বারা প্ৰতীকায়তি করা হয়েছিলি, যারা শদ্রক, মশোক ও অবদেনগেওকে সেই দহনকুণ্ডে নক্শপে করতে গিয়ে মারা পড়েছিলি—যবে কুণ্ডটি সাধারণরে চয়ে "সাত গুণ" বশে গরম করা হয়েছিলি। ফরাসি বিপিলবে "সাত হাজার" ফ্রান্সরে রাজকীয় শ্ৰেণে, অর্থাৎ তার পরাক্ৰমশালী পুরুষদরে প্ৰতিনিধিত্ব করেছিলি। পঞ্চম অধ্যায়ে শুধু বেলশজ্জের নহিতই হয়নি, তার সন্যেবাহনিও ধ্বংস হয়েছিলি। "রববার আইন"-এর "ঘণ্টা" ঈশ্বরেরে লোকদরে দহনকুণ্ডে নক্শপে দ্বারা যবে নরিযাতন প্ৰতীকায়তি হয়েচে তার সূচনা ঘটায়, কনিতু তা একই সঙ্গে মহা নগরী বাবলিরে উপর ঈশ্বরেরে কার্যনরিবাহী বচাররে সূচনাও চহিনতি করে।

এটি প্ৰকাশতি বাক্যরে একাদশ অধ্যায়ে মহা ভূমকিম্পরে সেই "ঘণ্টা"ও বটে, যখন অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশুর হাতে রাস্তায় নহিত পূর্বে মৃত সেই হাড়গুলকে একটি নিশান হসিবে স্বব্ৰগে তুলে ধরা হয়। সেখানে এটিও সেই একই "ঘণ্টা" যখন তৃতীয় "হায়", যা সপ্তম তূর্যও বটে, বজে ওঠে। সপ্তম তূর্যই তৃতীয় "হায়", এবং সেই চূড়ান্ত "হায়" তূর্যরে উদ্দেশ্য শুধু রববাররে উপাসনা চাপিয়ে দেওয়ারে ওপর বচার আনা নয়, জাতসিমূহকে ক্ৰুদ্ধ করাও। তৃতীয় "হায়", সপ্তম তূর্য এবং জাতসিমূহকে ক্ৰুদ্ধ করা—এ সবই প্ৰতীক, যা ইসলামরে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকাকে নরিদশে করে, এবং এগুলো সবই মহা ভূমকিম্পরে সেই "ঘণ্টা"য় স্থাপতি।

আর তারা স্বব্ৰগ থেকে এক মহা কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদরে বলল, 'এখানে উপরে উঠে এসো।' আর তারা মঘেরে মধ্যবে স্বব্ৰগে আরোহণ করল; এবং তাদরে শত্রুরা তাদরে দখেল। আর সেই একই সময়ে এক মহান ভূমকিম্প হল, এবং নগররে দশমাংশ ধসে পড়ল, এবং সেই ভূমকিম্পে সাত হাজার মানুষ নহিত হল; আর অবশষ্টিরা ভীত হয়ে স্বব্ৰগরে ঈশ্বরকে গেরব দলি। দ্বিতীয় হায় চলে গেছে; আর দখে, তৃতীয় হায় শীঘ্রই আসছে। আর সপ্তম স্বব্ৰগদূত তুরী বাজাল; এবং স্বব্ৰগে মহা কণ্ঠস্বরসমূহ উচ্চারতি হল, তারা বলছিলি, 'এই জগতরে রাজ্যসমূহ আমাদরে প্ৰভু ও তাঁর খরসিটরে রাজ্য হয়ে গেছে; এবং তনি যুগে যুগান্তর রাজত্ব করবনে।' আর চব্বিশজন প্ৰবীণ, যারা ঈশ্বরেরে সামনে তাদরে আসনে

বসে ছিলেন, তারা মুখ ভূমতি রেখে পড়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করলেন, বলতে লাগলেন, 'হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, এবং যিনি আসছেন, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি তোমার মহাশক্তি গ্রহণ করছে এবং রাজত্ব করছে। আর জাতরি ক্রুদ্ধ হয়েছে, এবং তোমার ক্রোধ এসে গেছে, এবং মৃতদের বিচার হওয়ার সময় এসেছে, এবং যখন তুমি তোমার দাস নবীদের, এবং পবিত্রদের, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে—ছোট ও বড়—তাদের পুরস্কার দাও; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে তাদের তুমি ধ্বংস করো।' প্রকাশিত বাক্য 11:12-18।

ইজকেয়িলের মৃত হাড়গুলি "মধ্যে স্বর্গে উঠে যায়; এবং তাদের শত্রুরা" "তাদের" "ঘণ্টা" তে দেখে, যখন নবুখদনেজেরের সঙ্গীত বাজতে শুরু করে, টাইরের বশ্যা গান গাইতে শুরু করে, এবং ধর্মত্যাগী ইস্রায়েলে নাচতে শুরু করে। ধর্মত্যাগী ইস্রায়েলে মথিয়া নবীর প্রতিনিধিত্ব করছে, রাজা নবুখদনেজের হল ড্রাগন এবং টাইরের বশ্যা হল পশু। এলিয়াহর কাহিনীতে বালরে নবী ও উপবনের নবীরা সেই নাচটিকে চিত্রিত করছে। এটি ইরোদয়াসের কন্যা সালোমের নৃত্য দ্বারাও চিত্রিত হয়েছে। বাল হলো মথিয়া পুরুষ দেবতা এবং আশতারোথ হলো উপবনের নবীরা, যা একটা নারী দেবতা। একত্রে তারা গরিজা (নারী) ও রাষ্ট্র (পুরুষ)-এর সংশ্লিষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করে। একত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের মথিয়া নবীকে প্রতিনিধিত্ব করে। সালোমে নর্দিশে করে যে মথিয়া নবী রোমের কন্যা, যার প্রতচ্ছবি হলো যুক্তরাষ্ট্রের গরিজা ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট।

অতএব সেই সময় কয়েকজন কালদীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে ইহুদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল। তারা রাজা নবুখদনেজেরকে বলল, হে রাজা, তুমি চিরজীবী হও। হে রাজা, তুমি একটা ফরমান জারি করছে যে, যে কেউ শিঙা, বাঁশি, বীণা, সারঙী, স্যালট্রি ও ডালসমির, এবং সকল প্রকার সঙ্গীতের শব্দ শুনবে, সে নত হয়ে সোনার মূর্তির উপাসনা করবে; আর যে নত হয়ে উপাসনা করবে না, তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে নিক্ষেপ করা হবে। বাবিলের প্রদেশের কার্যভার যাদের উপর তুমি স্থাপন করছে, এমন কয়েকজন ইহুদি আছে—শদ্রক, মশেক এবং আবদেনগো; এই লোকেরা, হে রাজা, তোমাকে মান্য করে না; তারা তোমার দেবতাদের সবে করে না, এবং তুমি যে সোনার মূর্তি স্থাপন করছে, তার উপাসনাও করে না। দানিয়েল ৩:৮-১২।

সেই "ঘণ্টা"-তে, শদ্রক, মশেক এবং আবদেনগো শত্রুরা দেখল যে তারা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, এবং তখন তারা রাজাকে নর্দিশে কার্যকর করতে আবদেন করল। সেই "ঘণ্টা"-তে, রববার আইন—যা পৃথিবী-পশুর মোকাবিলার সেই কম্পন (ভূমিকম্প)—এর সময় নবুখদনেজেরের রোষ ও প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ পায়।

তখন নবুখদনেজের তাঁর ক্রোধ ও প্রচণ্ড রোষে শদ্রক, মশেক ও আবদেনগোকে আনার আদেশ দিলেন। তখন তারা সেই লোকদের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করল। দানিয়েল ৩:১৩।

ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর (শদ্রক, মশেক ও আবদেনগো) বিরুদ্ধে যে নর্দিশে চালানো হয়, তা ঘটে যখন তারা নতজানু হতে অস্বীকার করে; অথবা যখন প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১ চিহ্নিত করে—তারা নর্দিশে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর তিন দিন ও অর্ধদিন পরে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা নর্দিশে পায়ে দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখল তাদের ওপর মহাভয় নমে এলো। আর তারা স্বর্গ থেকে একটা মহান কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদের বলছিল, 'এখানে উপরে ওঠ।' আর তারা মঘের মধ্যে স্বর্গে উঠে গেল; আর তাদের শত্রুরা তাদের দেখল।

প্রকাশিত বাক্য ১১:১১, ১২।

মাথা নত করতে অস্বীকার করে, তারা ইজকেয়িলেরে শক্তিশালী বাহিনীর মতো নিজেরে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সীলমোহররে যে বার্তা গ্রহণ করে এবং পরে ঘোষণা করে—যা যুক্তরাষ্ট্রেরে গরিজা ও রাষ্ট্রেরে ঐক্য গঠনেরে বরুদ্ধে প্রত্যাশিত জানায়, শীঘ্রই আসন্ন রববার আইনেরে ব্যাপারে সতর্ক করে, এবং ঈশ্বরেরে প্রত্যাশিতোধমূলক বচার তৃতীয় "হাফ"-এর ইসলাম দ্বারা শীঘ্রই সম্পন্ন হতে চলছে—এ কথা চিন্তিত করে—সহৈ সময়ও তারা অটল থাকে। মধ্যরাত্তর আইনেরে বার্তাটি দানয়িলে গ্রন্থেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলেরে কাছে প্রকাশিত "গোপন" দ্বারা প্রত্যাশিতিব করা হয়ছে, এবং যখন ঈশ্বরেরে অন্তিম দিনেরে লোকেরে সহৈ "সত্য"-এ স্থিত হয় য়, তখন আসন্ন ভূমিকম্প তাদেরে টলাতে পারে না, আর তারা টলবেও না।

ব্যটল করকিরে কাজও একই রীতিতে চলছে। স্থানটিরিয়ামেরে নতেরা অবশ্বাসীদেরে সঙ্গে মশিছে এবং কম-বশে তাদেরে নিজদেরে পরষিদে স্থান দয়িছে, কনিতু এটা যনে চোখ বুজে কাজে নামার মতো। আমাদেরে ওপর য়ে কনো সময় কী ভঙে পড়তে পারে, তা দখোর মতো বচিক্ষণতা তাদেরে নহে। চরম নরোশ্ব, যুদ্ধ ও রক্তপাতেরে এক আত্মা কাজ করছে, এবং এই আত্মা সময়েরে একবোর শে পরষনত ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। যহৈমাত্র ঈশ্বরেরে লোকেরে তাদেরে কপালে সীলপ্রাপ্ত হবে—এটা দৃশ্যমান কনো সীল বা চিন্তি নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিকি ও আত্মকি উভয় দকি থেকেহৈ সতযে এমনভাবে স্থিত হওয়া, যাতে তাদেরে নড়ানো না য়—যহৈমাত্র ঈশ্বরেরে লোকেরে সীলপ্রাপ্ত হয়ে সহৈ বাঁকুনরি জন্য প্রস্তুত হবে, তা এসে পড়বে। আসলে, তা ইতিমধ্যহৈ শুরু হয়ে গছে। ঈশ্বরেরে বচার এখন দশেরে ওপর নমে এসছে, আমাদেরে সতর্ক করারে জন্য, যাতে আমরা জানতে পারি কী আসছে। ম্যানুস্ক্রিপ্টি রলিজিসে, খণ্ড ১০, ২৫২.

মোহারকরণ এমন একটা চিন্তিকেরে নিরদশে করে য় প্রথমে মানুষেরে চোখে দেখে য় না, কনিতু পরে সবার কাছেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যখন ঈশ্বরেরে লোকেরে 'মধ্যরাতেরে আহ্বান'-এর বার্তাকেরে গ্রহণ করে—যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলেরে কাছে উদঘাটিত 'রহস্য' দ্বারা প্রত্যাশিতিব করা হয়ছে—তখন তারা পশুর প্রত্যাশিতিরে 'রহস্য' গ্রহণ করে, য় পশুরে চিন্তিরে দকিে নয়িে য়; য় ঈশ্বরেরে বচার নয়িে আসে, এবং য় ইসলামেরে মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটা এমন এক সময়ে ঘটে যখন 'হতাশা, যুদ্ধ ও রক্তপাতেরে আত্মা' বাডছে। সহৈ সময় এখন। এটা তখনই ঘটে যখন লাওদকিয়ান অন্তত্বেরে কারণে অ্যাডভেন্টবাদেরে নতেরা দেখতে পারনে না। মধ্যরাতেরে আহ্বানে য়া চূড়ান্ত হয় সহৈ মোহারকরণেরে প্রকরিয়য় জুগানী কুমারীদেরে কপালে মোহর মুদ্রিত হয়, কনিতু তা অদৃশ্য থাকে। শদ্রক, মশোক ও অবদেনগেো সহৈ সকল লোকদেরে প্রত্যাশিতিব করে য়ার সতযে স্থিত হয়ছে, য়া নবুখদনেশরেরে সঙ্গে তাদেরে সংলাপেরে মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ছে।

নবুখদনেশেরে তাদেরকে বললনে, হে শদ্রক, মশোক ও অবদেনগেো, এটা কিসতয য়ে তেরা আমার দবেতাদেরে সবে কর না, এবং আমি য়ে স্বর্গমূর্তি স্থাপন করছে, তাকে উপাসনা কর না? এখন, তেরা যদি প্রস্তুত থাক—যে সময়ে তেরা শিঙা, বাঁশি, বীণা, স্যাকব্যাট, সলত্রী ও ডালসমিরেরে শব্দ, এবং সর্বপ্রকার সঙ্গীত শুনবে—তখন তেরা নত হয়ে আমি য়ে মূর্তি বানয়িছে তাকে উপাসনা করবে; ভালো। কনিতু যদি উপাসনা না কর, তবে সহৈ একই মুহূর্তে তেরাদেরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেরে মাঝখানেে নকি্ষেপ করা হবে; আর কে সহৈ ঈশ্বর, যনিতেরাদেরে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবেন? শদ্রক, মশোক ও অবদেনগেো রাজাকেরে উত্তর দয়িে বলল, হে নবুখদনেশেরে, এ বিষয়ে তেরাকেরে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আমাদেরে নহে। যদি এমনই হয়, তবে য়ে ঈশ্বরেরে সবে আমরা

করি, তিনি আমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম; এবং হে রাজা, তিনি আমাদের তোমার হাত থেকেও উদ্ধার করবেন। কনিতু যদতিমেন না-ও হয়, তবু হে রাজা, এটা তোমার জানা থাকুক যে আমরা তোমার দেবতাদের সর্বোত্তম করব না, এবং তুমি যে স্ববর্ণমূর্তি স্থাপন করছে, তাকে উপাসনা করব না। দানয়িলে ৩:১৪-১৮।

তারপর তিনি মহাপুরুষ দৃশ্যমান ঈশ্বরকে সলিমোহর প্রকাশ করবেন। শুধু তারাই, যারা প্রথম অন্তরে সেই অদৃশ্য সলিমোহর ধারণ করে, যে সময়ে তা দেখা হওয়া আবশ্যিক, সে সময়ে ঈশ্বরকে সলিমোহর প্রকাশে যুক্ত থাকবে।

তখন নবেখদনজোর ভীষণ ক্রোধান্বিত হলে, এবং শত্রু, মশোক ও আবদেনগোর বিরুদ্ধে তাঁর মুখাবয়বের ভাব বদলে গেল; তাই তিনি বিললনে এবং আদেশে দলিলে যে চুল্লিটিকে সাধারণত যতটা উত্তপ্ত করা হয় তার চেয়ে সাত গুণ বেশি উত্তপ্ত করা হোক। তিনি তাঁর বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যদেরও আদেশে দলিলে যেন তারা শত্রু, মশোক ও আবদেনগোকে বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তখন ঐ লোকদের তাদের কোট, পায়জামা, টুপি এবং অন্যান্য পোশাকসহই বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। অতএব রাজার আদেশটি ছিল খুবই জরুরি, এবং চুল্লি ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত, তাই শত্রু, মশোক ও আবদেনগোকে যারা তুলেছিল, আগুনের শক্তি তাদেরই মরে ফেলে। আর এই তিনিজন, শত্রু, মশোক ও আবদেনগো, বাঁধা অবস্থাতেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে গেল। তখন রাজা নবেখদনজোর স্তম্ভিত হলে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা কি আগুনের মধ্যে বাঁধা তিনিজনকে নিক্ষেপ করিনি? তারা উত্তরে রাজাকে বলল, হ্যাঁ, হে রাজা। তিনি বিললনে, দেখে, আমরা তো আগুনের মধ্যে চারজনকে মুক্ত অবস্থায় হাঁটতে দেখেছি, এবং তাদের কোনো আঘাত লাগেনি; আর চতুর্থাঙ্গের রূপ ঈশ্বরের পুত্রের মতো। দানয়িলে ৩:১৯-২৫।

শত্রু, মশোক ও আবদেনগো দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত দুই সাক্ষী তখন একটা পিতাকার মতো উঁচুতে তুলে ধরা হবে, এবং তখন সীলটি দেখা যাবে।

পবিত্র আত্মার কাজ হলো জগতকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করা। সত্যে বিশ্বাসীরা সত্যের মাধ্যমে পবিত্র হচ্ছো, উঁচু ও পবিত্র নীতির ভিত্তিতে জীবনযাপন করছে, এবং উঁচু ও মহান অর্থের যারা ঈশ্বরকে আজ্ঞাপালন করে ও যারা সেগুলোকে পদদলিত করে তাদের মধ্যে সীমারখো স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করছে—জগৎ যখন এ দৃশ্য দেখে, তখনই কেবল তাকে সতর্ক করা যায়। আত্মার পবিত্রকরণ স্পষ্ট করে তোলে তাদের মধ্যে পার্থক্য, যাদের ঈশ্বরের সীল রয়েছে এবং যারা একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা পালন করে। যখন পরীক্ষা আসবে, তখন পশুর ছাপ কী তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। তা হলো রববার পালন করা। যারা সত্য শোনার পরও এই দনিক পবিত্র বলে গণ্য করতে থাকে, তারা সেই পাপের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে, যে সময় ও বধি পিঁড়িতন করার কথা ভেবেছিল। বাইবেলে ট্রেনিং স্কুল, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

রববারের আইন জারি হলে, তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘের শরণাপন্ন হবে। সে যে অলৌকিক কাজগুলো করে, সেগুলোর মাধ্যমে সে বিশ্বকে প্রতারিত করবে—যার প্রতীক হিসেবে সালোমের নৃত্য উপস্থাপিত হয়েছে। যখন সে তার প্রতারণার নৃত্য করবে, টাইমের বেশ্যা তার গান গাইবে, আর নবেখদনজোরের বাদ্যদল সঙ্গীত বাজাবে। গানটি গ্রহণ করাতো এবং মূর্তির সামনে নত হতে বিশ্বকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নবে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্র।

আর আমি দেখলাম, পৃথিবী থেকে আরকেটা পিশু উঠছে; তার দুটি শিং আছে মেষশাবকের মতো, এবং সে ড্রাগনের মতো কথা বলে। সে তার সামনে প্রথম পশুটির সব ক্ৰমতা প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারীদের সেই প্রথম পশুটিকে উপাসনা করতে বাধ্য করে, যার মরণঘাতী ক্ৰম আরোগ্য হয়েছে। সে বড় বড় আশ্চর্য কাজ করে, এমনভাবে যে মানুষের চোখে সামনে সে স্বৰ্গ থেকে আগুন নামিয়ে পৃথিবীর উপর আনে, এবং সে পশুর সামনে করতে পারা সেইসব অলৌকিক কাজের দ্বারা পৃথিবীর বাসনিদাদের প্রতারিত করে; পৃথিবীবাসীদের বলে যে তারা যেন সেই পশুটির জন্ম একটি মূর্ত্তিতরৈ করে, যে তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়েও বাঁচে আছে। এবং তার ক্ৰমতা আছে পশুর মূর্ত্তিতে প্রাণ দিতে, যাতে পশুর মূর্ত্তিকথা বলে, এবং যারা পশুর মূর্ত্তিকে উপাসনা করবে না তাদের যেন হত্যা করা হয়। সে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-দাস সকলকে তাদের ডান হাতে বা কপালে একটা চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এবং যাতে কেউ ক্রয় বা বিক্রয় করতে না পারে, কেবল সে-ই পারে যার কাছে সেই চিহ্ন, অথবা পশুর নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা আছে। এখানে জ্ঞান আছে। যার বুদ্ধি আছে, সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কারণ স্টোইক একজন মানুষের সংখ্যা, এবং তার সংখ্যা হলো ছয়শ ষাট ও ছয়। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮।

শেষে কালে মশির বশ্বরে প্রতিনিধিত্ব করে (তখন জাতসিংঘ দ্বারা শাসতি), কিন্তু একটা 'হায়' (ইসলামের প্রতীক) তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা হয়েছে (যুক্তরাষ্ট্র), যারা সহায়তার জন্ম মশিরের শরণাপন্ন হয়। যখন তনি জন ধার্মিককে চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তারা বশ্বরে জন্ম নশান হয়ে ওঠে, তখন সেই চুল্লিটি আসলে নবেখাদনজেরের চুল্লি নয়।

ধিক তাদের, যারা সাহায্যের জন্ম মশিরে নেমে যায়, আর ঘোড়ার উপর নরিভর করে, এবং রথের উপর ভরসা রাখে, কারণ সেগুলি অনেক; আর অশ্বারোহীদের উপরও, কারণ তারা খুবই শক্তিশালী; কিন্তু তারা ইস্রায়েলের পবিত্রজনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে না, সদাপ্রভুকণ্ডে খোঁজে না! তবু তনিও জ্ঞানী, এবং তনি বিপদ আনবনে, এবং তাঁর বাক্য ফরিয়ে নবেনে না; কিন্তু তনি দুষ্কর্মীদের গৃহের বিরুদ্ধে উঠবনে, এবং যারা অন্যায় করে তাদের সাহায্যের বিরুদ্ধে। এখন মশিরীয়া মানুষ, ঈশ্বরের নয়; আর তাদের ঘোড়ারা মাংস, আত্মা নয়। যখন সদাপ্রভু তাঁর হাত বাড়াবনে, তখন যমেন সহায়দাতা পড়ে যাবে, তমেনি সহায়প্রাপ্তও পড়ে যাবে, এবং তারা সকলে একযোগে ধ্বংস হবে। কারণ সদাপ্রভু আমার সঙুগে এইরূপ বলছেন: যমেন সিংহ ও তরুণ সিংহ তার শকিরের উপর গরজন করে, আর তার বিরুদ্ধে যখন বহু রাখাল ডেকে আনা হয়, সে তাদের কণ্ঠস্বরকে ভয় পায় না, তাদের শোরগোলের জন্ম ভীত হয়ে পছি হটে না—তমেনি সিনোবাহনীর সদাপ্রভু সযি়োন পর্বত ও তার উচ্চভূমির জন্ম যুদ্ধ করতে নেমে আসবনে। উড়ন্ত পাখিদের ন্যায়, তমেনি সিনোবাহনীর সদাপ্রভু যরিশালমেকে রক্ষা করবনে; রক্ষা করতে করতে তনি তাকে উদ্ধার করবনে; এবং অতিক্রম করতে করতে তনি তাকে বাঁচিয়ে রাখবনে। ইস্রায়েলের সন্তানরা যাঁর বিরুদ্ধে গভীরভাবে বিদ্রোহ করছে, তোমরা তাঁরই দিকে ফরিয়ে। কারণ সেই দিনে প্রত্যেকে মানুষ তার রোপ্যের মূর্ত্তি এবং তার সোনার মূর্ত্তি, যা তোমাদের নজিরে হাত তোমাদের জন্ম পাপস্বরূপ তরৈ করছে, তা ফলে দেবে। তখন আশ্রীয় পড়বে তরবারিতে—কোনো পরাক্রান্ত মানুষের নয়; এবং এমন এক তরবারি, যা কোনো তুচ্ছ মানুষের নয়, তা তাকে গ্রাস করবে; কিন্তু সে তরবারি থেকে পালাবে, আর তার তরুণরো পরাভূত হবে। আর সে ভয়ে তার দুরগের দিকে পালিয়ে যাবে, এবং তার রাজপুত্ররা পতাকার কারণে আতঙ্কিত হবে,—বলনে সদাপ্রভু, যার আগুন সযি়োনে, আর যার ভাটী যরিশালমে। ইশাইয়া 31:1-9.

জবুজালমে সেই চুল্লি, যদেকি বশ্ব তাকাবে, এবং তারা তার মধ্যে চারজন পুরুষকে হাঁটতে দেখবে।

তখন নবুখদনজের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডরে মুখেরে কাছে এসে বললেন, শদ্রক, মশোক ও আবদেনগে, হে পরমোচ্চ ঈশ্বররে দাসরো, বাইরে আসো, এখানে এসো। তখন শদ্রক, মশোক ও আবদেনগে আগুনের মাঝখান থেকে বাইরে এল। আর রাজ্যের প্রধানরো, শাসকরা, সনোপতরি এবং রাজার উপদেষ্টারা একত্রিত হয়ে দেখলেন যে এই লোকদের দহে আগুনের কোনো প্রভাব পড়েনি; তাদের মাথার একটা চুলও দগ্ধ হয়নি; তাদের পোশাকে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; এমনকি আগুনের গন্ধও তাদের গায়ে লাগেনি। তখন নবুখদনজের বললেন, শদ্রক, মশোক ও আবদেনগের ঈশ্বর ধন্য হোন, যনিতার দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের উদ্ধার করছেন—যারা তাঁর ওপর ভরসা করে রাজার আদেশে অমান্য করছিল এবং নিজদের দহে সমর্পণ করছিল, যাতো তারা তাদের নিজ ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো দেবতাকে না সোবো করে, না উপাসনা করে। দানযিলে ৩:২৬-২৮।

তারপর নবুখদনজের আরকেটা ফরমান জারি করলেন। সেই ফরমানটা শেষে দিনগুলোর চূড়ান্ত ফরমানের প্রতীক। তিনি একটা মৃত্যুদণ্ডেরে ফরমান জারি করলেন; স্বর্গেরে ঈশ্বরকে উচ্চে তুলে ধরার তাঁর দুর্বল প্রচেষ্টা হিসেবে সেটা হিলও, বাস্তবে তা জগতের শেষেরে মৃত্যুদণ্ডেরে ফরমানেরে ভাববাদী প্রতীক। জগতের শেষে সময়েরে এক রাজার প্রতিনিধিত্বকারী নবুখদনজের রোমেরে বশ্যের সঙ্গে ব্যভিচার করে এমন ড্রাগনেরে দশ রাজার একটা প্রতীক। ভাববাদী পরপিরকেষতি পরবর্তী ফরমানটা হিলো মৃত্যুদণ্ডেরে ফরমান; এবং যদণ্ডি নবুখদনজের তাঁর সময়েরে জন্য একটা ঘোষণা দিচ্ছন, তিনি আসলে শেষে দিনগুলোর তর্মিখী ঐক্যেরে শেষে ফরমানটিরই প্রতিনিধিত্ব করছন। সেই ফরমানটা হিলো মৃত্যুদণ্ডেরে ফরমান, যা অনুগ্রহেরে সময় শেষে হওয়ার পর কার্যকর হয়, কনিতু কখনওই ঈশ্বররে লোকদেরে বরিদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয় না।

অতএব আমি এক ফরমান জারি করছি: যে কোনো প্রজা, জাতিও ভাষার লোকরো যদি শদ্রক, মশোক ও আবদেনগের ঈশ্বররে বরিদ্ধে কোনো অনুচতি কথা বলে, তবে তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফলো হবে এবং তাদের ঘরবাড়ি গোবরেরে চিহ্নিত পরণিত করা হবে; কারণ এইরূপে উদ্ধার করতে পারে এমন আর কোনো ঈশ্বর নাই। তখন রাজা বাবলিরে প্রদশে শদ্রক, মশোক ও আবদেনগেকে উচ্চপদে উন্নীত করলেন। দানযিলে ৩:২৯, ৩০।

আমরা এখন দানযিলেরে প্রথম তিনি অধ্যায়েরে যথেষ্ট অংশ নথ্যভুক্ত করছি, যাতো চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আমাদের বিবেচনা শুরু করতে পারি; এই দুই অধ্যায় 'পুনরাবৃত্তি ও বিস্তার' এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নীতির দ্বারা নিযন্ত্রিত। দানযিলেরে চতুর্থ অধ্যায় ১৭৯৮ সাল এবং পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর সূচনাকে চিহ্নিত করে, আর পঞ্চম অধ্যায় চিহ্নিত করে রববার আইনকে এবং ড্রাগনের মতো কথা বলার সময় সেই পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর সমাপ্তিকে। এই দুটি অধ্যায়কে তিনি স্বর্গদূতেরে বার্তার কাঠামোর উপর নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি অধ্যায়েরে সঙ্গে 'লাইন পর লাইন' ভাবে একত্র আনতে হবে। এই কারণে, আমরা প্রথমে 'লাইন পর লাইন' নীতিকি সতর্কতার সঙ্গে সংজ্ঞায়িত করব।

আমরা পরবর্তী নবিন্দে চালিয়ে যাব।

বলেশাসরকে ঈশ্বররে ইচ্ছা জানা ও তা পালন করার বহু সুযোগ দেওয়া হয়ছিলি। সবে দেখেছিলি, তার পতিমহ নবেখদুনজেরকে মানুষরে সমাজ থেকে নর্িবাসতি করা হয়ছিলি। যবে বুদ্ধতিে সেই অহংকারী সম্রাট গেরব করতনে, তা যনিদি য়িছিলিনে, তনিহি তা কড়ে নযিছিলিনে—এটিও সবে দেখেছিলি। সবে দেখেছিলি, রাজাকে তার রাজ্য থেকে তাড়যিে দেওয়া হলো, এবং তাকে প্ৰান্তরে পশুদরে সঙ্গী বানানো হলো। কনিতু বলেশাসররে বনিোদনপ্ৰীতিও আত্মমহমি-লালসা সেই শকিষা মুছে দযিছিলি, যা তার কখনোই ভুলে যাওয়ার কথা ছিল না; এবং সবে এমনই পাপ করছিলি, যগেলোর কারণে নবেখদুনজেররে ওপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিনিমে এসছিলি। তাকে অনুগ্ৰহ করে যবে সুযোগগুলো দেওয়া হয়ছিলি, সগুলো সবে অপচয় করছে; সত্যকে চনিে নতিে তার হাতরে নাগালরে সুযোগগুলো কাজে লাগাতে সবে অবহলো করছে। ‘উদ্ধার পতে আমকি করব?’—এই প্ৰশ্নটি সেই মহান কনিতু মূর্খ রাজা উদাসীনভাবে পাশ কাটিযিে গযিছিলি। বাইবেলে ইকো, ২৫ এপ্ৰলি, ১৮৯৮।